ধরিত্রী সনদ
মার্চ ২০০০

মূখবন্ধ

পৃথিবীর ইতিহাসে আমারা এমন এক কড়ন সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, যখন মানবজাতিকে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতেই হবে। পৃথিবী ক্রমেই হয়ে উঠছে পর্যন্ত নির্ভরশীল ও ভঙ্গুর। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সামনে যেমন আছে বিরাট সর্বনাশের আশঙ্কা, তেমনি আছে বিশাল সস্তাবনাও। সামনে এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি ও জীবনধারার ব্যাপক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমরা এক বিশাল মানব পরিবার এবং একই ধরিত্রী সম্প্রদায়। আমরা এগিয়ে যাবার অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। প্রকৃতি, বিশ্বজীবনী
মানবাধিকার, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও শাস্তির সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত টেকসই বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার জন্য আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা বিশ্ববাসীরা একে অপরের প্রতি, জীব সম্প্রদায়ের প্রতি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের অগ্রহায় ঘোষণা করেছি।

ধরিত্রী: আমাদের গৃহ
বিশাল মহাবিশ্বের অংশ এই মানব সমাজ। আমাদের গৃহ পৃথিবী জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। মহাবিশ্বের শক্তি আমাদের কেবলই অনিশ্চিত অভিযাত্রী দিকে ঠেলে নিতে চায়। কিন্তু পৃথিবী এখানে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। জীববৈচিত্র্য ও মানব কল্যাণের ভারসাম্য বজায় রাখা নির্ভর করছে প্রতিবেশ ব্যবস্থাহ
উন্নত জীবমণ্ডল সংরক্ষণের ওপর। আর সে প্রতিবেশে আছে বিচ্ছিন্ন ও সম্পদ উন্নতি ও প্রাণী, উত্তর মাটি, বিশুদ্ধ পানি ও নির্মল বায়ু। সীমিত সম্পদের এই পৃথিবীর পরিবেশ
নিয়ে গোটা মানব সমাজই উত্থিত। পৃথিবীর এই প্রাণশক্তি, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করা
আমাদের একটি পবিত্র দায়িত্ব।

বিশ্ব পরিস্থিতি
উৎপাদন আর ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীতে নেমে আসছে পরিবেশ বিপর্যয়, সৃষ্টি
হচ্ছে সম্পদের ঘাটতি এবং ব্যাপকভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী।
জীবমণ্ডলের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কম। উন্নয়নের সুফল সুষমভাবে বক্তা করা হচ্ছে
না। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে। অবিচার, দারিদ্র, অবহেলা আর
ধর্মীয় সনদ - 2

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

এখন আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। এই ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রতি যত্নীয় হওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অথবা নিজেদের এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার দুই সংখ্যা নেওয়া। আমরা নিচ্ছই প্রথম পথটিই বেছে নেব। তার জন্য মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠা ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার প্রভাব হয়ে পড়ে যাবার ক্ষেত্র। ফলে বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তিই এখন হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠা কিন্তু অনিবার্য নয়।

সর্বজনীন দায়িত্ব

এই আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সর্বভার জাতির জাতির জরুরি ভিত্তি করতে হবে। আমরা আছি বিশ্ব সম্প্রদায়ের এবং সেই সংখ্যা স্বাধীন সম্প্রদায়ের ভিত্তিরই। এখানে আমরা এসেছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে। যেসব অংশটির সংখ্যা অন্যান্য শহর এবং গোটা বিশ্বের যোগাযোগ রয়েছে। আমরা প্রতিক্ষিত মানব পরিবারে কল্যানের দায়িত্ব পালন করছি। সেভাবে আমরা বিশ্বের জীব এবং প্রাণী জগতের প্রতিদেশীয় যাত্রায় দায়িত্ব পালন করছি। সকল জীবের প্রাণ সংস্করণ অধিমত আধুনিকতা তখনই জোরদার হয়ে উঠে পারে, যখন আমরা জীবজগতের রহস্য, প্রাণের অস্তিত্ব আর প্রকৃতির মানুষের অবস্থান নিয়ে গভীরভাবে ভাবব।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের গঠনের নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য আমাদের জরুরি ভিত্তিতে মৌলিক মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতে হবে। সে কারণেই একটি অভিনব মানের টেকসই জীবন ধারা গড়ে তোলার জন্য আশায় বুক বেঁধে আমরা পরস্পর সমক্ষে কিছু নীতিমালা গঠন করার কথা ঘোষণা করছি। এই নীতিমালার ভিত্তিতে সকল কর্মী সংঘভাব, ব্যবসা, সম্প্রদায়, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত করা এবং তাদের
নীতিমালা

১. জীবগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা ও যত্ন

১. পৃথিবী এবং জীববৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা
ক. সকল জীব যে পরস্পর নির্ভরশীল এবং মানুষের কাজে লাগেক বা না লাগেক সকল আকারের প্রত্যেক জীবেরই যে মূল্য আছে, তা স্বীকার করা।
খ. প্রত্যেক মানুষেরই যে সম্মান আছে এবং তার যে বুদ্ধিবৃত্তি, শৈল্পিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে, তা স্বীকার করে নেওয়া।

২. সম্বন্ধে দয়া ও ভালবাসার সঙ্গে জীবমণ্ডলের প্রতি যত্ন নেওয়া
ক. প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের বিপর্যয় রোধ করা ও জলগণের স্বাধর্মক্ষেত্রে যে আমাদের দায়িত্ব আছে,

ধরিরী সনদ - ৩

সেটা মেনে নেওয়া।
খ. অধিকতর সাধারণতা, জ্ঞান ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্ন কল্যাণ নিষিদ্ধ করার যে দায়িত্ব তা স্বীকার করে নেওয়া।

৩. ন্যায়সাগর, অংশীদায়িত্ব, টেকসই ও শাক্তিপূর্ণ গণতাত্ত্বিক সমাজ গড়ে তোলা
ক. সকল পর্যায়ের সমস্তদায়গুলোর মানববিধিক ও মৌলিক স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করা এবং প্রত্যেক নারী-পুরুষের মেধার পুরুষ বিকাশের সুযোগ তৈরি করা।
খ. সকল মানুষের অর্থবহ জীবন যাপনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিধার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বন্ধনের জন্য পৃথিবীর দানশীলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা
ক. ভবিষ্যৎ প্রজননের চাহিদার কথা মনে রেখে প্রত্যেক প্রজননের কর্মের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া।
খ. পৃথিবীর মানুষ ও প্রতিবেশের দীর্ঘমেয়াদী যেসব মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে ভবিষ্যৎ প্রজননের মধ্যে সংরক্ষিত করা।

এই চারটি নীতিকার সম্বন্ধের কথা না অবহেলা।
এই চারটি অঙ্গীকার বাংলায়নের জন্য যা প্রয়োজন:

২. প্রাতিবেশিক সংহতি

৫. জীববৈচিত্র্য ও প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে পৃথিবীর প্রাতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করা।
ক. সকল ক্ষেত্রে টেক্সসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠন করা এবং উন্নয়নের সকল উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণের জন্য আইন প্রণয়ন করা।
খ. পৃথিবীতে জীবের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন ও পানি এলাকাসহ প্রকৃতি ও জীবজীব এলাকা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা।
গ. বিপন্ন প্রজাতি ও প্রতিবেশ রক্ষায় কাজ করা।
ঘ. দেশীয় প্রজাতি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিদেশী ও জীন প্রযুক্তির মাধ্যমে ত্রিতা জীব নিয়ন্ত্রণ ও দূর করা। এ ধরনের ক্ষতিকর জীবের আগমন প্রতিরোধ করা।
৬. নবায়নযোগ্য সম্পদ নেমন পানি, মাটি, বনজ পণ্য ও জলজ প্রাণী এমনভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, যাতে তাদের পুনরুদ্ধার্য ক্ষতি হয় না।
চ. অনবায়নযোগ্য সম্পদ নেমন, খনিজ পদার্থ ও জালানি তেল এমনভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, যাতে তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয়।
৬. পরিবেশ রক্ষার সবচেয়ে বড় উপায় পরিবেশের ক্ষতি না করা। জ্ঞান যেখানে সীমিত, সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া।
ক. পরিবেশের ওপর ও অপরিবর্তনীয় ক্ষতি এড়াতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গঠন।
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যদি অসম্পূর্ণ বা অমূল্য হয়, তা হলেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া।
খ. যার যুক্তি দেখায যে, এই কাজে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না। সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া। এককে পরিবেশের ক্ষতির দায়িত্ব

ধরিত্রী সনদ - ৪

তাদের ওপরই বর্তমান।
গ. মানুষের কর্মতপত্তায় ফলে ক্রমপুন্নিভূত, দীর্ঘমেয়াদী, পরাক্রম কিংবা ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হতে পারে কিনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সেদিকে নজর দেওয়া।
ঘ. পরিবেশের যে কোনো অংশে দৃষ্টি রোধ করা এবং তেজক্রিয়া, বিখ্যাত ও বিপজ্জনক কোনো অন্যের কারণের স্পর্শন অনুমোদন না করা।
পৃথিবীর কোন ক্ষতি হতে পারে কিনা, সিদ্ধান্ত এই প্রশ্নকারীদের সেদিকে নজর দেওয়া।
য. পরিবেশের যে কোন অংশে দূষণ রোধ করা এবং তেজস্ক্রিয়, বিস্ফোরণ ও বিপজ্জনক কোন জিনিসের কারখানা স্থাপন অনুমোদন না করা।
৬. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামরিক তৎপরতা বদল করা।
৭. সামাজিক পুনরুদ্ধারাধনা ক্ষমতা, সংঘাতবিদ্ধ এবং জীবকল্যাণের কল্যাণ ব্যবস্থা, সংরক্ষণের উপযোগী উৎপাদন, ভূমি ও পুনরুদ্ধারাধনা ব্যবস্থা গঠন করা।
ক. উৎপাদন ও ভূমি প্রজ্ঞার উপরিভাগের ব্যবস্থা কমিয়ে আনা এবং তা পুনরায় ব্যবহার করা ও পুনরায় নির্মিত করা। বাড়িতে বর্জন যাতে প্রতিবেশ ব্যবস্থা নিয়ে যেতে পারে তা নিষ্ঠিত করা।
খ. জলাশয় ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা। নবায়নযোগ্য জলাশয় যেমন সৌরশক্তি ও বাতাসের জল অধিকতর নিষ্ঠিত হওয়া।
গ. পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রস্তুতির উন্নয়ন, ব্যবহার ও হস্তক্ষেপ নিষ্ঠিত করা।
ঘ. পণ্য বা সেবার বিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে এর সামাজিক ও পরিবেশ সংগঠন খরচ যোগ করা এবং কোন পণ্য সংক্ষেপে বেশি সামাজিক ও পরিবেশের মান বজায় রেখেছে, তা ক্রমাগত কাছে তুলে ধরা।
৬. প্রজনন জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রজননের অংশ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিষ্ঠিত করা।
চ. এমন একটা জীবনমান নির্ধারণ করা যা জীবনমান ও বস্তুত প্রাচুর্যের অংশ গুরুত্ব দেয়।
ঘ. টেক্সাইল প্রতিবেশ সম্প্রসারিত গবেষণা অনিয়মে নিয়ে যাওয়া এবং এ সম্পর্কে অমিত জ্ঞান খোলাখুলিভাবে প্রয়োগ ও বিনিময় করা।
ক. উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদার দিকে বিশেষ নজর রেখে টেক্সাইলতুল্য সম্পর্কে আমাদের জাতিকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি সহযোগিতা নিষ্ঠিত করা।
খ. পরিবেশ রক্ষা ও মানব কল্যাণে সকল সংক্রান্তিতে যে ভাবনা জ্ঞান ও আদ্যামালিক প্রস্তুত রয়েছে সেগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সংরক্ষণ করা।
গ. জীব সংরক্ষণ এবং লোক সমাজের প্রাণ মূল্যবোধ তথ্যাদিতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যাযবিচার

৯. নৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের জরুরি কর্তব্য হিসেবে দাবিদ্বার দূরীকরণ
ক. প্রয়োজনীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যবহার করে প্রত্যেক মানুষের জন্য সুপের পানি, মুক্ত বায়ু, খাদ্যের নিরাপত্তা, দূষণমূক মাটি, আশ্রয় ও নিরাপদ পয়ংনিকাশন ব্যবস্থার অধিকার নিষ্ঠিত করা।
ক. প্রয়োজনীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যবহার করে প্রত্যেক মানুষের জন্য সুপের পানি, মুক্ত বায়ু, খাদ্যের নিরাপত্তা, দূষণমুক্ত মাটি, আশ্রয় ও নিরাপদ পয়ন্নিকাশন ব্যবস্থার অধিকার নিচিত করা।
খ. প্রত্যেক মানুষের টেকসই নিরাপদ জীবনযাত্রা নিচিত করার জন্য সকলের জন্য শিক্ষা ও সম্পদের ব্যবস্থা করা এবং যারা উপার্জনে অপারগ তাদের জন্য সাহায্য-

ধরনীর সনদ - ৫

সহযোগিতার নিরাপদ ব্যবস্থা উদ্ধাবন করা।
গ. অবহেলিতদের প্রতি নজর দেওয়া, বিপন্নদের রক্ষা করা, দুঃখদের সেবা করা এবং
দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য দেওয়া।
৭. সকল পর্যায়ের অর্থনৈতিক তৎপরতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে সমতা ও টেকসই ব্যবস্থার ভিত্তিতে মানব উন্নত জোরদার করে সেটা নিচিত করা
ক. জাতি এবং জাতিসমূহের মধ্যে সম্পদের সূচক বস্তুর ওপর জোর দেওয়া।
খ. উন্নয়নশীল দেশসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, কর্মকর্মি ও সামাজিক সম্পদের
উন্নয়ন এবং তাদের আন্তর্জাতিক ঋণের উর্দ্ধভার থেকে মুক্ত করা।
গ. সকল বাণিজ্যের যাতে সম্পদের টেকসই ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক
শ্রমান্তর নিচিত করে তার বিধান করা।
ঘ. জনসাধারণে সকল বহুজাতিক কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোকে চকচকের
সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং কাজের পরিণতির জন্য তাদেরকে দায়ী করতে হবে।
৮. টেকসই উন্নয়নের পূর্বমূলক হিসেবে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং সকলের জন্য
সর্বজনীন শিক্ষা, সার্থক ও অর্থনৈতিক সুগোষ্ঠী নিচিত করা
ক. নারী ও বালিকাদের মানবাধিকার নিচিত করা এবং মেয়েদের বিশ্বকে সকল ধরনের
হিতহারা রোধ করা।
ঝ. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সকল কর্মকারে
পূর্ণতা ও সমান অন্শীদার, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নেতা ও সুবিধাধর্মকারী হিসাবে
নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিচিত করা।
গ. পারিবারিক বন্ধন জোরদার করা এবং পারিবারের সকল সদস্যের নিরাপত্তা ও
মমতাময় ভবন নিচিত করা।
৯. কোন রকম বেষ্যা ছাড়া সবার জন্য মানবিক মর্যাদা, শারীরিক সার্থক এবং
আধ্যাত্মিক ক্যালেন্ডারের অনুকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ নিচিত করা। এ ক্ষেত্রে
আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া
ক. গেত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌন জাত, ধর্ম, ভাষা, জাতি, উপজাতি ও সামাজিক উৎস প্রভৃতি
সকল ক্ষেত্রে বেষ্যাগুলির অবসান ঘটানো।
আদিবাসি ও সংখ্যালঘুদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া

ক. গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌন জ্ঞান, ধর্ম, ভাষা, জাতি, উপজাতি ও সামাজিক উৎস প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

খ. আদিবাসী মানুষের আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, ভূমি ও সম্পদ এবং তাদের টেক্সই জীবনযাত্রার সংখ্যালঘুদের অধিকার নিষিদ্ধ করা।

গ. সমাজে তরুণদের সমান করা ও উৎসাহ দেওয়া, যাতে তারা টেক্সই সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে নিজেদের তৈরি করতে পারে।

ঘ. সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে গৃহত্তপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।

৪. গণতন্ত্র, আহিংসা ও শান্তি

১৩. সকল পর্যায়ের গণতন্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার করা, সরকারের স্বাভাবিক অবস্থা ও জবাবদিহিতা নিষিদ্ধ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়া এবং ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা

ক. প্রত্যেক মানুষের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়, সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা, তার ওপর

ধরণী সন্দ - ৬

প্রভাব ফেলতে পারে এমন সব কর্মকাণ্ডে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য যথাসময়ে জানার অধিকার নিষিদ্ধ করা।

খ. স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্বের সুশীল সমাজের সমর্থন দেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল অগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা।

গ. মাত্র প্রকাশের বাধা, বাক বাধা, সভা সমাবেশের বাধা, সমিতি করা ও ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার সংরক্ষণ করা।

ঘ. পরিবেশের জন্য কৃতিকর এবং কৃতির গৃহিক সংরক্ষণ বিষয় নিষিদ্ধ করতে প্রশাসনিক এবং বাধামূলক পরিক্রিয়ায় দক্ষ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৬. সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি উচ্চেদ করা।

চ. পরিবেশের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সুবিধার্থে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে শক্তিশালী করা।

১৪. টেক্সই জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দক্ষতা অর্জনের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া

ক. শিখা ও যুব সমাজসহ সকলের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে টেক্সই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে তারা নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারে।

খ. শিক্ষাকে স্বায় মূল্য দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় ও মানবিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান...
ক. শিশু ও যুব সমাজসহ সকলের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে টেক্সসই উন্মুক্ত ভূমিকা রাখতে তারা নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারে।
খ. শিক্ষাকে হয়ে মূল্য দেওয়ার জন্য কলা ও মানবিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া।
গ. প্রতিবেশগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা জোরদার করে তোলা।
ঘ. টেক্সসই জীবনযাত্রার জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব বীকর্ষ করে নেওয়া।

১৫. সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা
ক. মানব সমাজে বিচরণকারী পদ্ধতি ওপর সকল অত্যাচার বন্ধ করা এবং তাদের ভোগাগতি থেকে রক্ষা করা।
খ. চরম, দীর্ঘমেয়াদী ও উপক্ষেপীয় ভোগাগতি থেকে রক্ষার জন্য গুলি করে, জল পেতে স্থলবাসী ও জলজ প্রাণী না ধরা।
গ. অসাধারনতায় কোন প্রজাতির প্রাণী ধর্মস না করা।

১৬. সহিষ্ণুতা, অহিংসা ও শান্তির সংক্রান্তি চালু করা।
ক. জাতির অভাবে এবং জাতিসমূহের সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সমকোতা, সংহতি ও সহযোগিতা জোরদার করা।
খ. পরিবেশ সংক্রান্ত বিবাদ ও অন্যান্য বিরোধ মীমাংসার জন্য হিংসার পথ পরিত্যাগ করে সমকোতার পথ অনুসরণ করা।
গ. জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নতিনিহিত পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য অসামরিক করণ করা। সামরিক সমস্তকে প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার শায়িত পৃষ্ঠা কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে রূপান্তর করা।
ঘ. ব্যাপক ধর্মযজ্ঞের কাজে ব্যবহারোপযোগী পারমাণবিক, জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্র ধর্মস করা।

৫. মহাশূন্যে ব্যবহারোপযোগী জিনিসপত্র যেন পরিবেশ ও শান্তিরক্ষায় সহায়ক হয়, সেটা নিঃস্থিত করা।

ধরিত্রী সনদ - ৭

চ. শান্তি হচ্ছে সামগ্রিকতা। একে অপরের সঙ্গে, এক সংকৃতি অপর সংকৃতির সঙ্গে, অন্যান্য প্রাণী ও জীবের সঙ্গে, পৃথিবী ও মহাবিশ্ব মিলেই এই সামগ্রিকতা। একথা স্বীকার করে নেওয়া।

সামনে যাওয়ার পথ
সামনে যাওয়ার পথ

নতুন করে শুরু করার জন্য ইতিহাসে আর কখনও অতিথি লক্ষ্যের তাগিদ আমাদের এভাবে তাক দেয় নি। নতুন করে এই আহ্বানই আমাদের ধরিত্রী সনদ নীতিমালার অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার পূরণের জন্য এই সনদের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য আমাদের গঠন করতে হবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এর জন্য মন ও হৃদয়ের পরিবর্তন দরকার। তার জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী পরস্পর নির্ভরশীলতা ও বিশ্বজনীন দায়িত্ববোধের এক নতুন ধারণা। আমাদের অবশ্যই স্বানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীনভাবে টেকসিও জীবন ধারা খুঁজে বের করে তা গঠন করতে হবে। এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাড়াবাড়ির জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, মূল্যবান ঐতিহ্য ও বিভিন্ন সংস্কৃতি তার নিজস্ব পথ খুঁজে নেবে। যে আন্তর্জাতিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে এই ধরিত্রী সনদের জন্য হল, তাকে আরও গভীর ও সম্প্রসারিত করতে হবে। কারণ, সত্য ও প্রজার যে সহযোগিতামূলক অনুসংহার চলছে তা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলোর মধ্যে কখনও কখনও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর অর্থ হতে পারে তিনি রকম পছন্দ। এই ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধনের জন্য আমাদের একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, সংগঠন ও সম্প্রদায়ের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কলা, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ও সরকারের প্রতি সৃষ্টিশীল নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানানো হচ্ছে। কার্যকর শাসনের জন্য সরকার, সুশীল সমাজ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

টেকসিবিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য সারা বিশ্বের জাতিসমূহের দায়িত্ব রয়েছে জাতিসংঘের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা, আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা এবং ধরিত্রী সনদের নীতিমালাকে পরিবেশ ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে আইন হিসেবে গঠন করার ব্যাপারে সমর্থন যোগানো।

আমাদের সময়টাকে যেন স্মরণ করা হয়, জীবনের প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য, টেক্সট ব্যবস্থা উদ্ধারের ক্ষেত্রে দুই সিদ্ধান্তের জন্য, ন্যায়বিচার ও শাস্তির লড়াই তুর্কিতি করার জন্য এবং আনন্দময় জীবন উদযাপনের জন্য।

_____________________

[Signature]
ধরিত্রী সনদ - ৮